BA 2nd Semester

Unit- III

সংস্কৃতির রূপান্তর (গোপাল হালদার)

পাশ্চাত্য মানস সম্পদ

১। পর্যায়ক্রমে বাঙালির মানস সংস্কৃতির পরিবর্তন এবং বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করো।

উত্তর : 'সংস্কৃতির রূপান্তর' গ্রন্থে লেখক গোপাল হালদার পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে বাঙালির মানস সংস্কৃতির পরিবর্তন এবং বিবর্তনের ইতিহাস 'পাশ্চাত্য মানস সম্পদ' শীর্ষক অধ্যায়ে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করেছেন। এই অধ্যায়ে দেখা যায়, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালির মানসলোক ছিল মেকলে প্রভাবিত। সেই শিক্ষার সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির কোনো সম্পর্ক ছিল না। সেই শিক্ষা ইউরোপের ধনিকতন্ত্রের বিচার ধারা থেকে সৃষ্ট। মেকলে এবং রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষে এই শিক্ষার প্রবর্তন সম্ভব হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকারের জন্য কেরানী তৈরি করা ছিল এই শিক্ষা ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য। ভারতবাসী এই শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের জীবন-জীবিকা, বিষয়-সম্পদ এবং নিজেদের মান উন্নত করার চেষ্টা করেছিল।

বণিকতন্ত্রের দ্বারা পরিশোধিত এই শিক্ষা গ্রহণ করে সেকালের বাঙালি গর্বিত ছিল। সম্পন্ন বাঙালি বুঝতে পেরেছিল, "জীবনে উন্নতি করিতে হইলে ইংরেজি শিখিতে হইবে।" ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার প্রবল ইচ্ছা ইয়ং বেঙ্গলের বিভীষিকাকে তাদের কাছে ম্লান করে দিয়েছিল। এই শিক্ষার মধ্য দিয়ে ইউরোপীয় ধনিকতন্ত্রের 'প্রবেশ নিষেধ' স্থানে বাঙালি প্রবেশের অধিকার লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। বাঙালিদের বাস্তব জীবনের সঙ্গে কোনো ধরনের নিকট

সম্পর্ক না থাকলেও সেকালের বাঙালি ইংরাজি শিক্ষার মাধ্যমে ধনিকতন্ত্রের মানসিক সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছিল। সেকালের বাঙালি ভেবেছিল, তারা জীবনকে আবিস্কার করতে পেরেছে। তারা যেন ইউরোপীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে নিজেদের একাত্মতা অনুভব করতে পেরেছিল।--- এইভাবেই পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাঙলায় বাঙলার কালচারের জন্ম হল। জীবনের সংস্পর্শ ছেড়ে দিয়ে শুধুমাত্র শিক্ষার মাধ্যমে গড়ে ওঠা সংস্কৃতির শেকড়ের কোনো ধরনের দৃঢ়তা ছিল না। এই সম্পর্কে লেখক বাদল হালদার বলেছেন, "যাহা শুধু শিক্ষার মধ্য দিয়া আহরণ করিয়াছি, জীবনক্ষেত্র হইতে গ্রহণ করিতে পারিলাম না---- যে সংস্কৃতির প্রেরণা শুধুই মানস-গত নয়..... একটা আত্মবিরোধ তাহাতে রহিয়াই গিয়াছে।" প্রেরণা হিসেবে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রশংসনীয় কিন্তু বাঙালি জীবনের প্রাক ধনিকতন্ত্র পর্বের ঢিলা জমিতে শেকড় গড়া খুব সহজ ছিল না। তাই নতুন জাতীয়তাবোধে (প্রথমে হিন্দু পড়ে মুসলমান) উদ্বুদ্ধ হয়ে পরবর্তী সময়েও বাঙালি মানস সেই অপূর্ণতা থেকে মুক্তি পায়নি। সেকালের প্রাণবান মানুষ সমাজের এই অবস্থায় সন্তুষ্ট হতে পারছিল না। তাঁদের অতৃপ্ত মন অন্যত্র তৃপ্তির সন্ধান করছিল। সমাজ-মানসিকতার এই অস্থিরতার থেকে মুক্তির সন্ধান তাঁরা পেয়েছিল ধর্মের কাছে। সেই মানসিক আঘাতে জর্জরিত মন নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ নরনারায়ণের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "বাস্তব অবস্থার প্রতি বিপুল অসন্তোষে, জীবনে গভীর অতৃপ্তিতে, ধর্মের সূচনা হয়।" (স্বামী বিবেকানন্দ) বুঝতে পারা যায়, ধর্মের পথই ছিল সেকালের প্রাণবান পুরুষের পথ। পরবর্তী কালে বাঙালি জীবনে এর প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। স্বামী বিবেকানন্দের পর লেখক কেশবচন্দ্র সেনের কথা বলেছেন। কেশবচন্দ্র সেন একদিকে সমাজ সংস্কারের যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, অপরদিকে সামন্ততন্ত্রের কাছেও তিনি আত্মসমর্পণ করেছিলেন। সেকালের ব্রাহ্ম সমাজও বিলাতী পিউরিটান সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেছিল ধর্মের মাধ্যমে। এই সম্পর্কে লেখক বলেছেন, "সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজও এই বিলাতী

পিউরিটান সংস্কৃতিকে সেই ধর্মের পথ দিয়াই বাহিত করিয়া দিল।" পরবর্তীকালের বাঙালি হিন্দুসমাজ ভিক্টোরিয়া যুগের যুক্তিবাদ এবং স্বাজাত্যবোধের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতিদের সম্বল করে ব্রাহ্ম সমাজের দাবি গ্রহণ করেছিল। ---- এই হল বাঙালি মানস সংস্কৃতির বিকাশের পথযাত্রা।

RITA DEY